আমার জগতেরও আর বেশী দিন নাই। শূন্যপ্রাণে খালি হাতে কোন্ অলক্ষ্যে ছুটিলাম, কোন্ অনন্তে মিশিতে চলিলাম। কেনই বা বাল্যবন্ধু পবিত্রতা ও নির্ম্মলতাকে আমার জগতে চিরবসতি স্থাপন করিতে দিলাম না? কেনই বা লোভকে মন্ত্রী করিলাম, কেনই বা হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ও মোহকে আমার জগতের প্রেম ও শান্তি অপহরণ করিতে ডাকিলাম? তাহারা আমায় সমুচিত ফল দিয়াছে, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আজ আমার ভাণ্ডারে কপর্দ্দকও নাই যে আমার পারের কড়ি হইবে। আজ শূন্য হাতে শূন্য প্রাণে আমার জগৎ শেষ করিয়া অমর-জগতে চলিলাম, জানি না তথায় আমার স্থান হইবে কি না।

কাজী আবদুল মালেক,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

প্রজার দান।

ধন্য আমরা ধন্য বাঙ্গালী ধন্য মোদের বাঙলা দেশ।
ছুটিল যাহার সন্তান শত মুছাতে ভাইএর সমর-ক্লেশ॥
দেশের দুয়ারে শত্রু দাঁড়ায়ে আর কি ঘুমায় বাঙ্গালী বীর।
জেগেছে তা'রা মেতেছে রণে গর্ব্বে তুলিয়া উচ্চ শির॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥

রুক্ষ কালের বিকট হাসি চূর্ণ যাদের চরণ-ঘায়।
বজ্র যাদের বিজয়-ভেরী, বিদ্যুৎ ছিল অসির গায়॥
রক্তে যাদের শক্তি ছুটিয়া তুলেছে গিরি ভেঙ্গেছে বাঁধ।
সেই বাঙ্গালীর শত যুগ পরে জেগেছে আজ সমর-সাধ॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥

দর্পভরে ধরেছে তা'রা কোমল করে কঠিন অসি।
রুধির-নীরে ধৌত করিতে যুগের ঘন কালিমা-মসী॥
দেখ্‌য়ে বিশ্ব দেখ্‌রে চেয়ে শুন্‌রে তোরা পাতিয়া কাণ।
মরেনি বাঙ্গালী মরেনি তা'রা পেয়েছে ফিরে পুরাণ প্রাণ॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥

জগৎ-মাঝে প্রমাণ হোক্ 'প্রতাপ' ছিল মোদের ভাই।
মোদের ছিল সোণার যশোর কোথাও যাহার তুলনা নাই॥
আমরাও সেই তাদের জাতি আমাদের সেই বঙ্গ-দেশ।
সুপ্ত যদিও সকলি মোদের নাহিক তাহার গরিমা-লেশ॥
শত্রু-হৃদয়-পিণ্ড ছিঁড়িতে কাঁপেনা তাই বাঙ্গালী-প্রাণ—
বৃটিশ-রাজের চরণ-তলে আর কি প্রজার শ্রেষ্ঠ দান?

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সমর-আহ্বান।

করে আহ্বান নরপতি আজি করিতে সমর-সাজ
বাজুক অস্ত্র নাচুক রক্ত মোদের ধমনী-মাঝ।
অতীত কীর্ত্তি করিয়া স্মরণ, আর্য্য-গরিমা করিতে বরণ,
তুচ্ছ করিয়া চলে' এস আজ নাইক মরণে লাজ
স্বর্গ-তোরণ মুক্ত করিতে দেশের করিতে কাজ।

অরাতি-প্লাবন অন্তর্বিগ্রহে ভারত মথিত ছিল
নিবারিয়ে তাহা শান্তি-শতদল যেই জাতি ফুটাইল,
শ্রাবণ-নীরদ-বর্ষণ মত, ফেলিল দেহের উষ্ণ শোণিত,
শত যোজনের পথ বহি আসি করে'নিক কাল-ব্যাজ
সেই নরপতি ডাকিতেছে আজি সাজিতে সমর-সাজ।